এইচ এস সি বাংলা

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শামসুর রাহমান

প্রশ্ন ▶ ১ "অন্তহীন মিছিলের দেশ,
সারি সারি মানুষের আকারে হলে মূর্তিময়ী
সমস্ত স্বদেশ আজ রাঙা রাজপথে।
দিবালোক হয়ে ফোটে প্রাঞ্জল বিপ্লব
সাত কোটি মুখ হাসে মৃত্যুর রঙিন তীর হাতে নিয়ে।
শ্রেণিবদ্ধ এই ভিড়ে সকলেই সবার আগে
একবার শত্রুকে শেষ দেখা দেখে নিতে চায়।" *[বি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬; কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি 'কমলবন'কে কীসের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন? ১

খ. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে দিকটিকে নির্দেশ করে তা তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার এক অসাধারণ শিল্পভাষ্য।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি মানবিকতা ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

খ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসনাধীন দেশকে কবি ঘাতকের অশুভ আস্তানা বলেছেন।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনাচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মানুষ ফুঁসে ওঠে। একুশের রক্তাক্ত চেতনা জনগণের মনে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু এ চেতনার বিপরীত শক্তি সেসময় বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসররা এদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রকে অবরুদ্ধ করে মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। ফলে পুরো দেশ যেন হয়ে ওঠে ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

গ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় গণ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানুষের সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম এবং গণজাগরণের বিষয়টিকে উন্মোচন করা হয়েছে, যার প্রতিফলন উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি সে সময়ের বাঙালির চেতনাগত উৎকর্ষের পটভূমিতে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯-এ। কবি শামসুর রাহমান তাঁর এ কবিতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন। উদ্দীপকেও একই রকম সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম ও গণজাগরণের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে বিপ্লবী মানুষের সমন্বিত সংগ্রামে দেশ পরিণত হয়েছে অন্তহীন মিছিলের দেশে। মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছে। মৃত্যুর রঙিন তীর নিয়ে সাত কোটি মানুষ আজ বিপ্লবের নেশায় মেতে উঠেছে। সমস্ত মানুষ শ্রেণিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে আছে শত্রুকে শেষ দেখা দেখে নেওয়ার জন্যে। বস্তুত পাঠ্য কবিতায় যে সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম, গণজাগরণের প্রতিফলন আমরা লক্ষ করেছি, উদ্দীপকে সে দিকটিই পুনরায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ কবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার যে অসাধারণ শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন— উদ্দীপকটিতে সেই একই বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি একই সঙ্গে সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম ও গণজাগরণের কবিতা। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন এবং এই চেতনার নিরিখে পরবর্তীতে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার কথা।

উদ্দীপকে অনুপম শিল্পভাষ্যে শ্রেণিবদ্ধ মানুষের বিপ্লবে অবতীর্ণ হওয়ার দিকটি উন্মোচন করা হয়েছে। এখানে সারি সারি মানুষের মিছিলে স্বদেশ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দেশের সংগ্রামী মানুষের রক্তে রাঙা রাজপথ যেন আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর সাত কোটি মানুষ যেন মৃত্যুর রঙিন তীর নিয়ে অপেক্ষায় আছে শত্রুকে শেষ দেখা দেখে নেওয়ার জন্যে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র গড়ে ওঠা ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, কল-কারখানার ঐক্যবদ্ধ মানুষ সেদিন যোগ দেয় ঢাকার রাজপথে। কবি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সেই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন এ কবিতায়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে অসাধারণ মহিমায়। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ একুশ মানেই আসছে
সালাম ফিরে আসছে
বরকত ফিরে আসছে
তাজুল ফিরে আসছে
একুশ মানেই মুক্তিযুদ্ধ ফিরে আসছে
সেই সাহসে বুক-পেতে-দেয়া তারুণ্য ফিরে আসছে
তারুণ্যের চেয়ে দুর্জয় শপথ ফিরে আসছে
শহীদেরা (শহিদেরা) ফিরে আসছে
স্বাধীনতা ফিরে আসছে
বাংলাদেশ ফিরে আসছে।
[সিলেট ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. এখনো কার রক্তে বাস্তবের বিশাল চত্বরে ফুল ফোটে? ১

খ. 'এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একই— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক এখনো বীরের রক্তে বাস্তবের বিশাল চত্বরে ফুল ফোটে।

খ 'এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং'— বলতে কৃষ্ণচূড়ার যে লাল রং ভাষা আন্দোলনের চেতনার ধারক ও বাহক তার বিপরীত রং অর্থাৎ অশুভ চেতনাকে বোঝানো হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষাকে রক্ষার প্রত্যয়ে যাঁরা বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন, তাঁদের অম্লান সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে কৃষ্ণচূড়া। কারণ কৃষ্ণচূড়ার লাল রং ভাষা-শহিদদের রক্তদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই রঙের বিপরীত রঙও এখন বাংলাদেশে দৃশ্যমান। ফলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে দেশে। আর সারাদেশ হয়ে উঠেছে পাকিস্তানি ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির একুশের চেতনা ফিরে আসার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ১৯৫২ সালের একুশের ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে আমাদের চেতনার রং হিসেবে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ভাষা আন্দোলনের সালাম, বরকতের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আপামর জনতা রাজপথে নামে। বিপন্ন মুহূর্তে ভাষা শহিদদের কবি স্মরণ করেছেন। কবি তাই যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখতে চান।

উদ্দীপকে একুশের চেতনা সকল আন্দোলন সংগ্রামে বারবার ফিরে আসার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। একুশের সালাম, বরকত, তাজুল স্বাধীনতা সংগ্রামে ফিরে আসার কথা বলা আছে। তাদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে সাহসের সাথে বুক পেতে দেওয়ার ঘটনা উঠে এসেছে। যা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে একুশের চেতনার প্রতিফলের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে একুশের চেতনার বারবার ফিরে আসার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি একুশের প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে এক।

আলোচ্য কবিতাটিতে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে একুশের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের রক্তের বুদবুদকে কবি কৃষ্ণচূড়ার সাথে তুলনা করেছেন। যা আমাদের চেতনার রং। ভাষা আন্দোলনের সালাম গণঅভ্যুত্থানে আবার ফিরে আসে ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে। আর সালামের হাত থেকে ঝরে অবিনাশী বর্ণমালা। এভাবে গণঅভ্যুত্থানেও ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দেয়। যার ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা যুদ্ধেও কার্যকর হয়।

উদ্দীপকে সালাম, বরকত ও তাজুলের মতো ভাষা শহিদরা মুক্তিযুদ্ধে ফিরে আসে। তাদের অনুপ্রেরণায় আপামর জনসাধারণের মধ্যে সাহসের তারুণ্য ফিরে আসে। এই চেতনায় বাংলাদেশ সৃষ্টি করে যার ফলে ফিরে আসে স্বাধীনতা।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় গণআন্দোলনে যেমন ভাষা শহিদ সালাম, বরকতের চেতনা ফিরে আসে। যাদের অনুপ্রেরণায় আপামর জনতা ঘাতকের বাধার সম্মুখে বুক পেতে দেয় তেমনভাবে উদ্দীপকের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের সালাম, বরকত, তাজুলদের চেতনা বারবার ফিরে আসে। যার ফলস্বরূপ আমরা পাই স্বাধীন বাংলাদেশ। সুতরাং আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য— একই মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১

খ. 'এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন অংশের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাবকে সম্পূর্ণ ধারণ করে না"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ 'এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট' বলতে বাঙালির ওপর সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের শোষণের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষমতা লাভ করে বাঙালির ওপর শোষণ-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার চালাতে থাকে। বাঙালির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের শোষণের কালো থাবা বিস্তার লাভ করে। উল্লিখিত চরণে সেই বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত উনসত্তরের গণআন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি সে সময়ের বাঙালির মুক্তিচেতনার প্রেক্ষাপটে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯-এ। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য জনতা জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। মুক্তির জন্য তাদের এ আত্মত্যাগের চেতনা উদ্দীপকের কবিতাংশেও বাস্তবভাবে রূপায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকে বাঙালির জীবনপণ সাহসী সংগ্রামের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাঙালির অসম সাহসিকতা সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখেছে। বিভিন্ন সংগ্রামে বাঙালি শোষণকারী অত্যাচারে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়েছে। তবু মাথা নোয়ায়নি। বাঙালি জীবন দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। বাঙালির এমন দেশপ্রেম, সংগ্রামী মানসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃপ্ত শপথের দিকটির সঙ্গে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটের সার্থক সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি বাঙালির দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ কবিতা, উদ্দীপকে এমন গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার ব্যাপকতা নেই।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে। সে সময় বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছিল। অসম সাহসী বাঙালি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। উদ্দীপকে বাঙালির সংগ্রামী জীবনের এমন প্রেক্ষাপট নেই।

উদ্দীপকে অন্যায়ের কাছে বাঙালির অনমনীয়তার চিত্র ফুটে উঠেছে। বাঙালি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হলেও মাথা নোয়ায় না। বাঙালির এমন সাহসিকতার চিত্র সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখেছে। তবে এখানে কোনো গণআন্দোলনের ব্যাপক পটভূমি নেই। লাখো বাঙালির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ধারাবাহিক চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়নি। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাঙালির গণজাগরণের পটভূমি অঙ্কিত হয়েছে দেশমুক্তির ভাবধারায়। কবিতার মতো ভাষা আন্দোলনের কোনো ইঙ্গিত নেই উদ্দীপকে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি একুশের লাল কৃষ্ণচূড়াকে ভাষাশহিদদের রক্তের সাথে তুলনা করেছেন। এতে ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের অপার মহিমায় আমাদের জাগ্রত চেতনার কথা বোঝানো হয়েছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নে বাঙালি যখন বিপর্যস্ত তখন কবি ভাষা শহিদদের স্মরণ করেছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি সেই চেতনার পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অবস্থা, সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন এবং মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে উপস্থাপন করেছেন। যা উদ্দীপকের চেতনায় অনুপস্থিত। তাই "উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাবকে সম্পূর্ণ ধারণ করে না"— প্রশ্নোক্ত এমন মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
....
সেদিনো এমনই নীল গগনে বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিল হেসে।
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা।
আলোকা-নন্দা যেন।
এমন সময় ঝড় এলো, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো
সেই আঁধারে পশুদের মুখ চেনা।
তাদের তরে মায়ের বোনের ভায়ের চরমে ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এ দেশের বুকে
দেশের দাবিকে রুখে।
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ║ প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

খ. 'শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্‌বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার শোষক ও শোষিতের প্রতিবাদেরই অনুরূপ আলোচনা করো। ৩

ঘ. শহীদের রক্তের বিনিময়ে সংগ্রামী চেতনায় ব্যক্তি শামসুর রাহমান স্বদেশপ্রেমের যে চিত্র এঁকেছেন উদ্দীপক তার সঙ্গে কতখানি সংশ্লিষ্ট তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি গদ্য ছন্দে রচিত।

খ কবির মনে যেন ভাষা শহিদদের রক্তের বুদ্‌বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে উঠেছে, যা আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে।

শহরের পথে ফুটে ওঠা কৃষ্ণচূড়ায় কবি একুশের চেতনার রং দেখতে পান। তার মনে হয় যেন, ভাষার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের ত্যাগ আর মহিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে, উদ্ধৃত উক্তিটি দ্বারা কৃষ্ণচূড়ার লাল রং এর মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের মহান আত্মত্যাগের স্মৃতি এবং চেতনার দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা তাদের সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণ আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, কবিতাটি সেই পটভূমিতে রচিত। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মাহুতির প্রেরণাকে কবি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন।

উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়ভাবে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে জনসমাজ। শাসক যখন শোষক হয়ে যায় তখন শোষিতরা একত্র হয়ে প্রতিবাদ করে। উদ্দীপক ও কবিতার বিষয়বস্তু তাই শোষক ও শোষিতের প্রতিবাদেরই অনুরূপ।

ঘ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান দেশপ্রেমের পরিচায়ক।

দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদানের প্রেরণাকে কবি গভীর মমতার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন। কবি ১৯৬৯ ও ১৯৫২ সালের কথা উল্লেখ করে স্বদেশপ্রেমের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পাই আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষা। এখানে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি চরম ঘৃণার ব্যাপারটিও উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, সারা বাংলাজুড়ে পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পার করতে হয়েছে অনেক কঠিন পথ। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নানা আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসাকেই প্রকাশ করে। উদ্দীপক ও কবিতায়ও এমন ইঙ্গিতই রয়েছে। তাই বলা যায়, শহীদের রক্তের বিনিময়ে সংগ্রামী চেতনায় ব্যক্তি শামসুর রাহমান স্বদেশপ্রেমের যে চিত্র এঁকেছেন, তা উদ্দীপকের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১৯৪৭
↓
ভাষা আন্দোলন
↓
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
↓
মৌলিক গণতন্ত্র
↓
ছয় দফা আন্দোলন
↓
১১ দফা আন্দোলন
↓
১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ║ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. চতুর্দিকে কী তছনছ হচ্ছে? ১

খ. 'সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এর ঘটনার সাদৃশ্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির পরিপূর্ণ ধারক— কথাটির মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক চতুর্দিকে মানবিক বাগান আর কমলবন তছনছ হচ্ছে।

খ 'তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা' বলতে দেশমাতৃকার জন্যে জীবন উৎসর্গকারীদের ত্যাগ আর মহিমাকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীরা ভাষার দাবিতে যেমন চোখে-মুখে একটি সতেজ ভাব নিয়ে গিয়েছিল সেটা যেন আবার 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এ ফিরে এসেছে। মুক্তির প্রত্যাশা তাদের সামনে দেশমাতৃকার রূপকে যেন আলোকিত করে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই উজ্জ্বল, আলোকিত, তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলার প্রকৃতিও যেন সে কথা বুঝে নিয়েই নিজেকে সাজিয়েছে। 'তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা' বলতে দেশের জন্য কল্যাণকামী আত্মোৎসর্গকারীদের কথাই বোঝানো হয়েছে।

গ বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এর ঘটনার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।

আলোচ্য কবিতায় দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের যে আত্মাহুতি তা উঠে এসেছে। পরবর্তীতে এ আন্দোলনই বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

উদ্দীপকে ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে বাঙালি ভাষা ও অস্তিত্ব রক্ষার যেসব সংগ্রাম করেছেন তা ফুটে উঠেছে। বাঙালি বিভিন্ন সময় তার ওপর চালানো অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে ধারাবাহিকভাবে। অধিকার আদায়ের এই প্রতিবাদী চেতনা উদ্দীপকেও মূর্ত হয়েছে এবং এই একই বিষয় 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায়, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের উনসত্তরের গণ-আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হয়েছে। যা কবিতার পরিপূর্ণ ভাবের ধারক।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাঙালির দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছে কবিতাটি সে পটভূমিতে রচিত। সে সময় জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি সোচ্চার হয়ে ওঠে। কবি সর্বস্তরের বাঙালি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনা রচনা করেছেন তাঁর কবিতায়।

উদ্দীপকে বাঙালির সংগ্রামে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিক বর্ণনা উঠে এসেছে এখানে। উদ্দীপকে বাঙালির স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ও সংগ্রামী চেতনার চিত্র ফুটে উঠেছে। বাঙালির ভাষা ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামী প্রেক্ষাপটই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উনসত্তরের গণ-আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিক চিত্র ফুটে উঠেছে। আলোচ্য কবিতায় ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর তারই পরিণতিতে গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। আর এ আন্দোলন মূলত একুশের চেতনারই প্রতিফলন। একুশের চেতনাকে পাথেয় করেই তৈরি হয়েছে আমাদের জাতীয়তাবাদ। আর এ বিষয়টিই কবি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। আর এ ধারাবাহিক ইতিহাসের চিত্র উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার পরিপূর্ণ ধারক।

প্রশ্ন ▶৬ অনেক নিয়েছে রক্ত, দিয়েছে অনেক অত্যাচার
আজ হোক তোমার বিচার।
তুমি ভাব, তুমি শুধু নিতে পার প্রাণ
তোমার সহায় আছে নিষ্ঠুর কামনা;
জানো নাকি আমাদের ও উষ্ণ বুক, রক্তে গাঢ় লাল।

[সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. হৃদয়ের উপত্যকাটির রং কেমন? ১

খ. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ' কথাটি দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়টির 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার একমাত্র দিক নয়।"— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হৃদয়ের উপত্যকাটির রং হরিৎ।

খ 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ' বলতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্ত ও দুখিনী মায়ের অশ্রুর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলাভাষা। সেই বাংলা ভাষা যেনো ফুল হয়ে আমাদের চেতনায় ফুটে আছে।

গ উদ্দীপকে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি মিলিটারির অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে, যা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা নির্বিচারে নিরীহ মানুষদেরকে গুলি করে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। স্টেনগান, বুলেট কামান নিয়ে তারা ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পাক সৈন্যদের বর্বরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে হত্যা করে এ দেশে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়। নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষদেরকে ধরে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পাকবাহিনীর এই নৃশংসতার চিত্র 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে পাকবাহিনীর বর্বরতা ফুটে উঠেছে, যা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার একমাত্র দিক নয়।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯ সালে। উদ্দীপকেও পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকবাহিনীর নির্মমতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা শোষণ-নির্যাতনের মাধ্যমে বাঙালিকে কোণঠাসা করতে চায়। বুলেট-কামানের আঘাতে তারা এ দেশের অনেক নিরীহ মানুষের বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। তাদের এই পাশবিক অত্যাচার ইতিহাসে বিরল।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ও উদ্দীপকে পাকবাহিনীর বর্বরতা প্রকাশ পেলেও কবিতায় আরও অনেক বিষয় বিধৃত হয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই। পাকিস্তানি শোষকশ্রেণির অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালে এ দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ-হাট-বাজার, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। ফলে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক বাঙালির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৭ 'তোমাকে উপড়ে নিলে, বল তবে, কী থাকে আমার?
উনিশশো বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছ সগৌরবে মহীয়সী।
সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।'

[ঢাকা কমার্স কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কার হাত থেকে অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে পড়ে? ১

খ. 'সারাদেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না"— উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের হাত থেকে অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে পড়ে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার চেতনা ও ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য কবিতায় একুশের রক্ত ঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহুতির দিকটি উঠে এসেছে। পরবর্তীতে এ আন্দোলনই বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কারণ বাঙালির ভাষা, আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। বাঙালির ভাষা ও অস্তিত্ব রক্ষার এই সংগ্রামী প্রেক্ষাপটই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে, যা আলোচ্য কবিতারও গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিল, তা ফুটে উঠেছে। সেদিন জনতার মিছিলে পুলিশের অতর্কিত হামলা চালানোর বিষয়টি স্মৃতিচারণ ঘটেছে এখানে। শহিদের রক্তদানের স্মৃতিকে বলা হয়েছে 'দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি'। আর এটি বুকে ধারণ করে

Teachingbd24.com

আছে বাংলা ভাষা। অর্থাৎ বাংলা ভাষা আমরা পেয়েছি রক্তের দামে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি আলোচ্য কবিতায় ১৯৬৯ সালের গণজাগরণের প্রেরণা হিসেবে উঠে এসেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি যে জাতীয়তাবাদের চেতনা লাভ করেছিল, সেটিই পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও জাতীয় চেতনার দিক ছাড়া অন্যান্য বিষয় অনুপস্থিত থাকায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথাযথ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মাতৃভাষার প্রতি সব মানুষের থাকে সহজাত ভালোবাসা। বাঙালিও তার ভাষা-সংস্কৃতিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। আর তাই ভাষার জন্য জীবন দিতেও তারা পিছপা হয়নি। এরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকে; কিন্তু 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় এর ভিন্ন চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাঙালির স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিবাদী মনোভাব। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকার কথা; যার একটুও যদি বিনষ্ট হয় তবে বাঙালির ওপর নেমে আসতে পারে মহা বিপর্যয়।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর তারই পরিণতিতে গণঅভ্যুত্থানের ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে সেখানে, যা মূলত একুশের জাতীয়তাবাদী চেতনারই প্রতিফলন। একুশের চেতনাকে পাথেয় করেই তৈরি হয়েছে আমাদের জাতীয়তাবাদ। আর এ বিষয়টিই কবি তাঁর কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু উনসত্তরের গণ-আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতা উদ্দীপকের কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আংশিক মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সমগ্রভাবকে ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ৮ ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আন্দোলন যা ১৯৬৯ এ ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। এরপর ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এ দেশের মানুষের মনে তখন অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে, অদম্য প্রাণশক্তি জুগিয়েছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. শামসুর রাহমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. 'ওরা শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ স্মৃতিগন্ধে ভরপুর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটিতে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতার-ভাববস্তু— মন্তব্যটির যথার্থ বিচার করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শামসুর রাহমান ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকটিতে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারার ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের বর্ণনা দিকটি ফুটে উঠেছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে যে গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রূপকের সাথে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৯ সালে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে এসেছিল। এই আন্দোলন দেখে কবির ১৯৫২ সালের রক্তঝরা দিনগুলো মনে পড়ে যায়। তাই কৃষ্ণচূড়া সালাম ও একুশের চেতনার উল্লেখে তিনি ১৯৬৯ সালে ১৯৫২ সালের আবহ দেখতে পান।

উদ্দীপকে বাঙালির অধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে এক অদম্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। অধিকার আদায়ের আন্দোলন এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই অভ্যুত্থান ও গণ আন্দোলনের প্রেরণাই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ১৯৫২ সালের আন্দোলনের চেতনায় ১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থানের অনুপ্রাণিত হওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে। আলোচ্য দিকটিই উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।

ঘ 'উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতারই ভাববস্তু'— মন্তব্যটি যথার্থ।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটতে দেখে ১৯৫২ সালের শহিদদের কথা স্মরণ করেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে কবি যেন দেখতে পান আবার ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত আবহ নেমে এসেছে। মূলত ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণ-জাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তাই কবি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে এঁকেছেন।

উদ্দীপকে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের ক্রমধারার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আন্দোলন। এই আন্দোলনই ১৯৬৯ সালে এক পর্যায়ে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের প্রেরণাই পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জয় এনে দেয় বাঙালিকে। দীর্ঘ আন্দোলনের চেতনা সংগ্রামী বাঙালির আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যের প্রগাঢ় দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত চেতনা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে রাঙিয়ে তুলেছে যা বাঙালির আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশ করেছে। উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং আন্দোলনের ক্রম-ধারায় অর্জিত স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে যেখানে বাঙালি আত্মত্যাগী সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি-১৯৬৯' কবিতারই ভাববস্তু- উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৯ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয়েছে— এমনটা ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুত কোনো মুক্তিসংগ্রামই হঠাৎ করে শুরু হয় না। তার পিছনে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি থাকে, থাকে ইতিহাসের অনিবার্য ধারাবাহিকতা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সোপান ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির স্বাজাত্যবোধ ও মুক্তিচেতনা সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। *[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. কৃষ্ণচূড়া কীসের প্রতীক? ১

খ. বিপরীত চেতনা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা ছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন'— যুক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষ্ণচূড়া শহিদের, বিপ্লবী-বিদ্রোহীদের প্রেরণার প্রতীক।

খ বিপরীত চেতনা বলতে কবি অশুভকর ও অমঙ্গলজনক চেতনাকে বুঝিয়েছেন।

আমাদের চেতনা আমাদের স্বকীয়বোধকে জাগ্রত করে কিন্তু কিছু চেতনা সমস্ত জাতিকে নিমজ্জিত করে অশুভ ছায়ায়। এসব চেতনাকে বলা হয়েছে বিপরীত চেতনা। এ চেতনার ছায়ায় পথ-ঘাট এমনকি ঘাতকের অশুভ আস্তানাও ঢেকে যায়। এ বিপরীত চেতনা কারো চোখেই ভালো লাগে না।

গ উদ্দীপকের আলোকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির নামকরণ সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এ গণআন্দোলন ছিল স্বাধীনতাসংগ্রামের পূর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। আর এ গণজাগরণের চেতনা ছিল ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এ কবিতায় কবি একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে পূর্ব বাংলার মানুষের আত্মত্যাগ এবং তার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকটিতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ভিত্তি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয় তা পরবর্তীতে আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর এ আন্দোলনটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো আন্দোলনই একদিনে শুরু হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধও বিভিন্ন আন্দোলনের সম্মিলিত প্রকাশ। উদ্দীপক ও কবিতায় এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে ছিল বিভিন্ন আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষা। সেরকমই একটি আন্দোলন ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান; যার প্রেরণা ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। তাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা নামকরণটি সার্থক হয়েছে।

ঘ ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা, তাই যুক্তিটি যথার্থ।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে বাঙালির সংগ্রামী মনোভাব ও দেশপ্রেম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যে ছাত্র অসন্তোষ দেখা যায়, তা জোরদার হয় ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন শুরু করে তার প্রথম ধাপ ছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন। উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের বাংলার আপামর জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ সংগ্রামের চেতনায় পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষ যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার প্রেরণা ছিল মূলত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন।

আলোচ্য কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করা হয়েছে। সেখানে ফেব্রুয়ারির চেতনা বর্ণিত হয়েছে। কবি মনে করেন কৃষ্ণচূড়ার ফুল শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ হয়ে ফুটে ওঠে। ভাষার জন্য যারা রক্ত দিয়েছেন তাদের ত্যাগ ও মহিমা যে পরবর্তী আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে তা ফুটে উঠেছে কবিতায়। কবির মতে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল। উদ্দীপকেও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী চেতনা যে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত কবিতা ও উদ্দীপকে একই বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সেটি হলো— বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনই হচ্ছে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণা।

প্রশ্ন ▶ ১০ প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

[ক্যাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'কমলবান' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১

খ. 'আবার নামবে সালাম রাজপথে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯'- এর কোন দিকটি উঠে এসেছে?— আলোচনা করো। ৩

ঘ. "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।" মন্তব্যটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কমলবন শব্দটি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ অত্যাচারকে নিঃশেষ করতে আবার সালাম রাজপথে নামে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করলে নিহত হন সালাম। কবি ১৯৬৯ সালের মিছিলের কথা বলতে গিয়ে এই কথা স্মরণ করেন। এই মিছিলে যারা অংশ নিয়েছেন তারা যেন ভাষা শহিদ সালামের মতোই রাজপথে নেমে আন্দোলন করছে, বিরুদ্ধতা করছে অন্যায়ের।

গ উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার দিকটি উঠে এসেছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের কথা বলেছেন। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নে ক্ষুব্ধ হয়ে এদেশের মানুষ ১৯৬৯ এ দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই ঘটনার সাথে তিনি স্মরণ করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা। যে আন্দোলনে জনতা রাজপথে নেমে এসেছিল। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদানের প্রেরণাকে কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন।

উদ্দীপকের চরণগুলো নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলে। ধ্বংসের মুখোমুখি সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। যখন আন্দোলনই হয়ে ওঠে একমাত্র পথ, তখন স্বপ্ন আর ভাবালুতা ছেয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। কাঠফাটা রোদে চামড়া সেঁকে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয় শুধুই দেশের জন্য সংগ্রামে। কবি তাঁর কবিতায় সংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত জনগণের কথা বলেছেন। উদ্দীপকের পঙ্‌ক্তিমালা থেকেও এদিকটির আভাসই পরিলক্ষিত হয়।

ঘ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের গণআন্দোলনের কথা বলা হয়েছে।

পাকিস্তানিরা পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি পর থেকেই নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছিল। জাতিগত শোষণ আর নিপীড়নে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল জনগণ। ১৯৫২ সালে একবার ভাষা আন্দোলনের পরে ১৯৬৯ সালে আবার জনতা জেগে ওঠে। দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসাই তাদের সংগ্রামী চেতনার মূল চালিকাশক্তি।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মানুষের সংগ্রামী চেতনার কথা বলা হয়েছে। যে চেতনা তাদের ফুল খেলবার বদলে রাজপথে আসার আহ্বান জানায়। যখন দেশমাতৃকা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তখন সংগ্রামই একমাত্র সমাধান। স্বপ্নের ঘোর থেকে বেরিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই তখন কর্তব্য। উদ্দীপকের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো দ্বারা এমন আহ্বানের কথাই বলা হয়েছে। কাটাফাটা রোদে চামড়া পুড়িয়ে, বিলাসিতা ত্যাগ করে দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রাম করাই চরণগুলোর প্রতিপাদ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রে দেশের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা সালের কথা উল্লেখ নেই। যেখানে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৫২ ও ১৯৬৯ সালের দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কবিতার সাথে উদ্দীপকের ঘটনার মিল না থাকলেও দুই ক্ষেত্রে সংগ্রামী মানুষের কথা বলা হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য রাজপথে নামার বিষয়টি শিল্পভাষ্য হয়ে ফুটে উঠেছে উভয়ক্ষেত্রে। তাই কবিতা ও উদ্দীপকে এই উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রাহাত স্লোগান দিচ্ছিল। আর তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্লাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল চারপাশে। ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্লাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার। *[রংপুর সরকারি কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. কবি কার মুখকে তরুণ-শ্যামল পূর্ব-বাংলার সঙ্গে তুলনা করেছেন? ১

খ. 'ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার এক অসাধারণ শিল্পভাষ্য।"— মন্তব্যটি তুমি স্বীকার করো কি? তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কবি সালামের মুখকে তরুণ-শ্যামল পূর্ব বাংলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণিত ভাষা শহিদদের মহান আত্মত্যাগের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ১৯৬৯ এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে রচিত। সে সময় বাংলার মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সেই বিপন্ন মুহূর্তে ভাষা শহিদদের কথা কবির স্মরণে আসে।

উদ্দীপকে ভাষা শহিদদের মহান আত্মত্যাগের দিকটি ফুটে উঠেছে। ভয়কে জয় করে তিনজন বন্ধু ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়। রাহাত স্লোগান দিচ্ছিল। আর তপুর হাতে ছিল মস্ত প্লাকার্ড। তার উপর লাল কালিতে লেখা ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে আসার সাথে সাথে পাক সরকারের নির্দেশে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। তপুর কপালের মাঝখানে গুলি লাগলে সে প্লাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভাষা শহিদদের এই মহান আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালে বাঙালির গণজাগরণ দেখে ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করেন। কবি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফোটা কৃষ্ণচূড়ায়ও যেন ভাষা শহিদের রক্ত দেখতে পান। মূলত কবি ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা দেখতে পান ১৯৬৯ সালের গণজাগরণে। উদ্দীপকেও ভাষা আন্দোলনের বর্ণনা এসেছে। এ বিষয়টিই কবিতায় ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার এক অসাধারণ শিল্পভাষ্য"— মন্তব্যটি আমি পুরোপুরি স্বীকার করি।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ১৯৬৯ সালের গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও কবি এখানে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে স্মরণ করেছেন। গণঅভ্যুত্থানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে কবি কল্পনা করেন যেন ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সেই সংগ্রামী চেতনা আজ নবরূপে ফিরে এসেছে। এ কবিতায় কবি সালাম, বরকত প্রভৃতি ভাষা শহিদের কথা স্মরণ করেছেন।

উদ্দীপকে আমরা অধিকার আদায়ে বাঙালির সংগ্রামী চেতনা দেখতে পাই। ১৯৫২ সালে পাক শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের ওপর বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেয়। সরকার ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে বাংলার ছাত্রজনতা প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষার দাবিতে রাজপথে নামে। উদ্দীপকের তিন বন্ধু রাহাত, তপু আর কথক ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়, সেখানে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। ফলে শহিদ হয় তপু। ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে প্রয়োজনে বাঙালি আন্দোলনে নামতে পারে এটা হল তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে স্মরণ করেছেন। এ কবিতায় কবি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে অধিকার প্রতিষ্ঠায় এদেশের মানুষের আত্মত্যাগকে তুলে ধরেছেন। বাঙালি বীরের জাতি তারা কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি। তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে অস্ত্রের মুখে নিজের বুক পেতে দিতেও পিছপা হয়নি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা বাঙালির এই সংগ্রামী চেতনার পরিচয় পাই। উদ্দীপকেও অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১২ ছোট্টবেলায় কবির বাবার সাথে ঢাকার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করত। একদিন বাবা তাকে না নিয়েই বেরিয়ে যান। সারাদিন বাবা বাসায় ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার গুলিবিদ্ধ লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের বাইরে শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। বুকের বাম পাশে গুলি লেগেছে। কপালে ফিতা বাঁধা। তাতে লেখা স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।'

[নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী তছনছ হওয়ার কথা বলা হয়েছে? ১

খ. 'দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. কবিরের বাবার মৃত্যুর সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কাদের তুলনা করা চলে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'— মূলত ৬৯-এর গণআন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে— প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কমলবন তছনছ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

খ 'দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল '– বলতে শহিদের রক্তে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে হাজারো তরুণের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এদেশের রাজপথ। খালি হয়েছে হাজারো মায়ের বুক। সন্তানহারা মায়ের চোখের অশ্রু যেন বাঙালির জন্য স্বাধীনতার ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রশ্নোক্ত চরণে মূলত এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের কবির বাবার মৃত্যুর সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণিত উনসত্তরের গণআন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারীদের সাথে তুলনা করা চলে।

প্রতিবছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষাশহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। এর প্রেক্ষাপট হলো ১৯৫২ সালে মায়ের ভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। সে আন্দোলনে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতসহ অনেকে প্রাণ বিসর্জন দেন।

কবির বাবার সাথে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করত। একদিন বাবা তাকে না বলে বেরিয়ে যান। সারাদিন খোঁজ করার পর তার লাশ পাওয়া যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে। তার বুকের বাম পাশে গুলি লেগেছিল। কপালে বাঁধা ফিতায় লেখা ছিল 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' উদ্দীপকের এই ঘটনা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি তুলে এনেছেন। কবি উনসত্তরের গণআন্দোলনে রাজপথে আবার সালামকে দেখেন। অর্থাৎ স্বৈরাচারবিরোধী গণতন্ত্র উদ্ধারে তখন রাজপথে যে আন্দোলন জমেছিল সেখানে কবি সালামের মতো আত্মত্যাগকারীদের কল্পনা করেন। সে সময় সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে নেমেছিল তখন পুলিশের গুলিতে আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ নিহত হন।

ঘ 'স্বৈরচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'— উদ্দীপকের কবিরের নিহত বাবার কপালে লেখা এ ফিতা মূলত ৬৯-এর গণআন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি বাঙালির দেশপ্রেম, সংগ্রামী চেতনা ও গণজাগরণের বস্তুনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ সংঘটিত হয়েছিল। এ সংগ্রামী চেতনাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য পাক-পুলিশ নির্বিচারে গুলি ছুড়ে নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে।

উদ্দীপকেও কবিরের বাবা স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে নেমে আসে। 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান কপালের ফিতায় লিখে অসম সাহসে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন মিছিল নিয়ে। পরবর্তীতে তার বুকে গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে।

কবিরের বাবার গুলিবিদ্ধ লাশ প্রমাণ করে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রকামী ও স্বৈরাচারবিরোধী একজন মানুষ। যিনি নিজের জীবনের চেয়েও দেশের মানুষের মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার আত্মাহুতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা দেয়। ১৯৬৯ সালেও বাঙালি '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় গণপ্রতিরোধে নেমে পড়ে। তাই ঘটনার বাস্তবতায় বলা যায়, "উদ্দীপকের 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগানটি মূলত উনসত্তরের গণআন্দোলনের চেতনাধারী সোচ্চার ব্যক্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নিজের অন্দকে নিজের করে নেয়ার দর্শন!
এখনো নিরাশার অন্ধকার ঘরে সে ঘুরে বেড়ায়
অনাদর অবহেলা অযত্নের জৌলুসে।
মনে মনে স্লোগান শানাই
'মুক্ত মুখে বলো সবে ব্রিটিশের জয়
ব্রিটিশের জয়।'

[বেগম্যা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় রৌদ্র কীসের প্রতীক? ১

খ. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের কোনো সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার একমাত্র দিক নয়।" বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় রৌদ্র আনন্দের প্রতীক।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণিত আমাদের চেতনার বিপরীত রঙের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষাকে রক্ষার প্রত্যয়ে যারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন, তাদের অম্লান সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে রক্তিম কৃষ্ণচূড়া। কারণ কৃষ্ণচূড়ার লাল রং ভাষাশহিদদের রক্তদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ রঙের বিপরীত রং হলো অশুভ শক্তি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে অবহেলা, অযত্নে আজ আমাদের প্রতিবাদী চেতনা মুখ থুবড়ে পড়েছে। চতুর্দিকে আজ অশুভ শক্তির জয়জয়কার। আর এ অশুভ শক্তির দ্বারা আজ আমরা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছি। তাই তো নির্লজ্জের মতো স্লোগান শানাই। ব্রিটিশের জয়, ব্রিটিশের জয়। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি এ বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবি বলেছেন, চেতনার বিপরীত রং– যে রং আমাদের ভালো লাগে না, যে রং সন্ত্রাস আনে আমাদের মনে, সেই রং তথা অশুভ শক্তির আস্তানায় ছেয়ে গেছে গোটা দেশ। এদিক থেকে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার একমাত্র দিক নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সূত্রে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গণআন্দোলনের মূলে ছিল বাঙালি জাতির ওপর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও নিপীড়ন। পাকিস্তানি শাসকদের নিচু মানসিকতার ফলে তারা বাঙালি জাতিকে একরকম কোণঠাসা করে রাখতে চেয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, নিজের অন্দকে তথা প্রাপ্য অধিকারকে নিজের করে নেওয়ার যে দর্শন তা আজ নিরাশার অন্ধকার ঘরে ঘুরে বেড়ায়। কেননা সর্বত্র আজ ঘাতকের অশুভ আস্তানায় পরিণত হয়েছে। অনাদর, অবহেলা আর অযত্নের ফলে বাঙালির সেই প্রতিবাদী জৌলুস আজ ম্রিয়মান। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাই আজ মনে মনে ব্রিটিশদের জয়ধ্বনি স্লোগান আওড়াতে থাকে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি আমাদের একুশের চেতনার কথা বলেছেন, আর এ চেতনার বিপরীত রং হলো ঘাতকের ও সন্ত্রাসীদের তৎপরতা, যা প্রতিনিয়তই আমাদেরকে সন্ত্রস্ত করে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ কবিতায় ১৯৬৯ সালে পাকিবাহিনীর নিপীড়ন ও অত্যাচার এবং গণআন্দোলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গও টানা হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। কিন্তু উদ্দীপকে এ বিষয়গুলো প্রকাশ পায়নি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ আমাদের পূর্বপুরুষরা ভীরু-কাপুরুষ ছিল না। কালে কালে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাদের পথ ধরেই ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিতে পেরেছিল ভাষা সৈনিকরা। তারপর ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অবশেষে আসে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। উত্তরসূরিরা পূর্বসূরিদের আদর্শ ধারণ করে, তাই দেশ যখনই কোনো বিপদে পড়ে তখনই তরুণ সমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. কে বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে? ১

খ. "একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ"— পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা— মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।

খ 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং'— লাইনটি দ্বারা একুশের তাৎপর্যকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙালি জাতি ভাষার জন্য বুকের রক্ত দিয়েছিল। এ আন্দোলনের সময় ঢাকা শহরে ফুটেছিল রক্তলাল কৃষ্ণচূড়া। টকটকে লাল রঙের এ ফুল কবির কাছে শহিদের রক্তের রং বলে মনে হয়। এজন্যই কবি একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের চেতনার রং বলেছেন।

গ ভাষা আন্দোলনের চেতনায় বাঙালিরা পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এ বিষয়টিতেই উদ্দীপকের সঙ্গে প্রশ্নোক্ত কথাটির সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন সালাম। তিনি শূন্যে পতাকা তুলেছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। তাকে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে জীবন দিতে হয়েছিল। কিন্তু এ জীবনদানের মাধ্যমেই তিনি বাঙালির অন্তরে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ গড়ার চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। এ চেতনার হাত ধরেই পরবর্তীতে বারবার বাংলার মানুষ কখনো গণঅভ্যুত্থান, কখনো স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে।

উদ্দীপকে অনেকগুলো ঘটনার উল্লেখ করে মূলত এ বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে আসে সত্তরের নির্বাচন। পরবর্তীতে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ যখনই দেশ বিপদে পড়েছে তখনই এ দেশের মানুষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর এ সংগ্রাম করতে গিয়ে তারা ধারণ করেছে পূর্বসূরিদের আদর্শ। এই আদর্শই হলো ভাষা আন্দোলনের চেতনা। সালামের শূন্যে পতাকা তোলার বিষয়টি এখানে ইঙ্গিতবহ হয়েছে। কেননা সালাম এক্ষেত্রে একুশের চেতনার প্রতীক হয়ে আছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে একুশের চেতনা কাজ করেছিল তা উল্লিখিত পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব হলো বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন।

বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। কখনো সে আন্দোলন ভাষার দাবিতে আবার কখনো গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছে। ঘাতকের আস্তানায় মানুষ কখনো আধমরা, কখনো ভীষণ জেদি। এত কষ্টের ভেতরেও তারা অবিরত স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছে।

উদ্দীপকে মূলভাব হিসেবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ যে অভিন্ন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তা হলো স্বাধীনতা। আর এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে গিয়ে বাংলার মানুষ সব সময় পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করেছে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পাকিস্তানিরা এ দেশের মানুষকে শাসন করতে চেয়েছিল গায়ের জোরে। তারা বাঙালির কোনো দাবিই মানতে চাইত না। এর প্রতিবাদে বাংলার মানুষ ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে। উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতায় এসব সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, এসব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। এই মৌলিক চেতনাটিই উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিকে একসূত্রে গেঁথেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ পৌর চেয়ারম্যান জাহিদ চৌধুরী নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে পৌর উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ ভাগ্যোন্নয়নে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। জনগণের সেবার পরিবর্তে তিনি জনগণের প্রভু হয়ে উঠেছেন। তার অত্যাচার, নির্যাতন, অসদাচরণ ও অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে পৌরবাসী একদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা শাখা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি কীসের রঙের আখ্যা দিয়েছেন? ১

খ. 'সারাদেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের পৌর চেয়ারম্যানের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব উন্মোচিত হয়েছে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি চেতনার রঙের আখ্যা দিয়েছেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের পৌর চেয়ারম্যানের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের সাদৃশ্য রয়েছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর থেকেই পূর্ববঙ্গের সাধারণ শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপর ব্যাপক নির্যাতন ও শোষণ চালাতে থাকে। বাঙালিদের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। তাদের অত্যাচার, নির্যাতন ও অসদাচরণের মাত্রা বাঙালি জাতির কাছে অসহনীয় ওঠে ওঠে।

উদ্দীপকের পৌর চেয়ারম্যান জাহিদ চৌধুরী নির্বাচনে জয়লাভ করার পর নিজ ভাগ্যোন্নয়নে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। জনগণের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তিনি অত্যাচার, নির্যাতন, অসদাচরণ ও অর্থ আত্মসাতে মেতে ওঠেন। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতেও পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের পৌর চেয়ারম্যানের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার শোষণ ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সংগ্রামী মনোভাব উন্মোচিত হয়েছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির গণজাগরণের মধ্যদিয়ে সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার বাঙালি জাতি বারবার সংগ্রাম করতে থাকে। ১৯৬৯ সালে রাজপথ হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। সারা দেশে শুরু হয় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। ভাষা শহিদ সালাম, বরকতের মতো অনেকেই আবার পতাকা হাতে মিছিলে নামে। বুক পেতে দাঁড়ায় বুলেটের সামনে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের জাহিদ চৌধুরীর অত্যাচার নির্যাতন, অসদাচরণ ও অর্থ আত্মসাতের শিকার পৌরবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সংগ্রামী মনোভাবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে দুর্বার আন্দোলন। জনগণের দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের সংগ্রামী মনোভাব ফুটে ওঠে।

শাসকের অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার বাঙালি জাতি ও উদ্দীপকের জাহিদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনগণের আন্দোলন মূলত সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ১৯৭১ সালে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন মতিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, রুহুল আমিনসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? ১

খ. মানবিক বাগান বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ত্যাগী মানুষের প্রতিচ্ছবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় নির্দেশিত হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি 'নিজ বাসভূমে' কাব্যের অন্তর্গত।

খ মানবিক বাগান বলতে কবি মানবীয় জগৎকে বুঝিয়েছেন।

মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ হলো মানবিক বাগান। মানুষের সুন্দর ও মহৎ চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে মানবিকতায়। সমস্ত সৎ গুণাবলির যথার্থ বিকাশ সাধিত হয় মানুষের মনুষ্যত্বে— এ দিকটিকে কবি মানবিক বাগান বলেছেন।

গ দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মাহুতির দিকটিই উদ্দীপকেও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতাটি বাংলার দামাল ছেলেদের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে। সে সময় পাকিস্তানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এ দেশের জনসাধারণ ফুঁসে উঠেছিল। সে সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় বাংলার দামাল ছেলেরা। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। পাকবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদী মনোভাব ধারণ করে। ন্যায়ের দাবিতে সেদিন পাকবাহিনী অন্যায়ভাবে এ দেশের মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষ নিহত হয়। নির্যাতিত হয় লক্ষ লক্ষ মা-বোন। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সালে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে দেশকে ভালোবেসে আত্মাহুতি দেয়। এমন আত্মদানের বিষয়টি উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার মাঝে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সংগ্রামী চেতনায় যে অসাধারণ শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন— উদ্দীপকেও একই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, সেই গণজাগরণের পটভূমিতে কবিতাটি রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে '৬৯-এ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সেই সংগ্রামে আত্মাহুতি দেয়।

উদ্দীপকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের জনগণের সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এ দেশের মানুষ পাকবাহিনীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। সেই প্রতিবাদে পাকবাহিনী অকথ্য নির্যাতন চালায়। শহিদ হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতায় ত্যাগী মানুষের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। '৬৯ এবং '৭১-এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বৈরশাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে, হাটবাজার থেকে, কলকারখানা থেকে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় রাজপথে। অন্যায়ভাবে পাকবাহিনী সেদিন এ দেশের জনগণের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। জীবন দিয়েছেন সালাম, বরকত, রফিকসহ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মাহুতির দিকটি উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ত্যাগী মানুষের প্রতিচ্ছবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় নির্দেশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাঙালি বীরের জাতি। কোনো অন্যায়ের কাছে বাঙালি কখনো মাথা নত করেনি। ১৯৫২ সালে বীর বাঙালি নিজেদের জীবন দিয়ে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে। এরই সূত্র ধরে নানা সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে তারা ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের কীসের রং? ১

খ. "চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ"— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার আলোকে বীর বাঙালির সাহসিকতার পরিচয় দাও। ৩

ঘ. "জীবনের চেয়ে দামি বাংলার মাটি"— উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সংগ্রামের মূলে রয়েছে একই উদ্দেশ্য, আলোচনা করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনার রং।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা ঘাতকের অশুভ তৎপরতায় মানবিকতা ও সৌন্দর্যের বিনাশ হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের চেতনাবিরোধী ঘাতক দল সারাদেশে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। এদের দৌরাত্ম্যে দেশের মানুষ হারিয়ে ফেলছে তাদের মৌলিক অধিকার। ফলে মানবিকতারও চরম বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। মানুষের সুন্দর ও মহৎ চিন্তা-চেতনার বিকাশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়টিকেই কবি মানবিক বাগান ও কমলবন তছনছ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আর উনসত্তরের গণআন্দোলনে বীর বাঙালির সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙালি চিরস্বাধীনচেতা জাতি। ভাষার অধিকার ও বাঁচার অধিকার আদায়ে বাঙালি চিরকাল লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। কোনো রাজভয় ও মৃত্যুভয় বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অকুতোভয় বাঙালি অন্যায় ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয় লাভ করেছে। এমন প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়।

উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বীর বাঙালির সাহসী ভূমিকার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাঙালি ছাত্র-জনতা বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজ জীবনের বিনিময়ে তারা মায়ের ভাষার মর্যাদা

Teachingbd24.com

প্রতিষ্ঠিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে তারা ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। বীর বাঙালির এমন অসম সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যনীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি উনসত্তরের গণআন্দোলনের সূচনা করে। তখন গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। তাদের এ গণআন্দোলন একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নেয়। লাখো বাঙালির সাহসী সংগ্রামে অবশেষে পাক হানাদাররা পরাজিত হয় এবং বাঙালিরা স্বাধীনতা লাভ করে। এভাবেই উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় বীর বাঙালির সাহসিকতার বাস্তব পরিচয় ফুটে ওঠে।

ঘ বাঙালির দেশপ্রেম তাদের জীবনের চেয়েও দামি ছিল— এর বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়।

চিরস্বাধীনচেতা বাঙালি তাদের অধিকার ও দেশরক্ষায় চিরকাল লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। তাদের কাছে জীবনের চেয়ে স্বদেশের মাটি দামি ছিল। এমন প্রেরণাই প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়।

দেশের মাটি আর মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালির জীবনদানের চিত্র উদ্দীপকে অঙ্কিত হয়েছে। বীর বাঙালি কোনোদিন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। ১৯৫২ সালে তারা জীবন বিলিয়ে দিয়ে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে। নানা সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে একাত্তরে লড়াই করে জীবন দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। এ সংগ্রামের মূলে ছিল 'জীবনের চেয়ে দামি বাংলার মাটি'। এমন বাস্তব প্রেরণা ফুটে উঠেছে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৎকালীন দেশপ্রেমিক বাঙালিরা গণআন্দোলনের সূচনা করেছে উনসত্তর সালে। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। এ গণআন্দোলন গণবিপ্লবের রূপ নিয়ে ১৯৭১ সালে লাখো প্রাণের বিনিময়ে স্বদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে।

উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় গণআন্দোলন, পরবর্তীতে গণবিপ্লবে লাখো বাঙালির প্রাণদানে এ কথা প্রমাণিত হয় যে বাঙালির কাছে 'জীবনের চেয়ে দামি বাঙালির মাটি'। জীবনের বিনিময়ে বাংলার মাটি তথা স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই বাঙালি চিরকাল সংগ্রাম করে এসেছে। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ তপুর হাতে মস্ত প্ল্যাকার্ডে লাল কালিতে লেখা ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছতেই আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল। ব্যাপার কী বুঝার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় একটি গর্ত আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার। *[ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ১

খ. 'মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তপুর কপালের রক্ত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার আংশিকভাব ধারণ করে।'— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ঘাতকের অশুভ আস্তানা হচ্ছে যেখানে ৫২-র ভাষা আন্দোলনে গুলিতে জনতার রক্ত ঝরেছিল।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ তপুর কপালের রক্ত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বাংলা ভাষার জন্য মানুষের জীবন উৎসর্গ করার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলোচ্য কবিতাটি দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কবিতাটি সেই পটভূমিতে রচিত। সে সময় জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। লেখক এ আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে মূর্ত করে তুলেছেন।

উদ্দীপকের তপু ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করলে তপু গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার কপালের ঠিক মাঝখানে গুলিটি লেগেছিল। যার ফলে কপালে গর্ত হয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরেছে। দেশকে ভালোবেসে তার অবদান একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। উদ্দীপকের এ ঘটনা কবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালি জাতি ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কবি থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার সাথে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের তুলনা করেছেন। কবি ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে তুলে ধরেছেন। আর তাই ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি চেতনাগতভাবে উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতাটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার আংশিকভাব ধারণ করে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। সেইসঙ্গে আলোচ্য কবিতাটির কবি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মদানের মাহাত্ম্যকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে উনসত্তরের গণজাগরণের প্রেরণা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকের তপু চরিত্রটি ১৯৫২ সালের সাহসী ভাষাসৈনিক। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে যোগ দিলে পুলিশের গুলিতে সে শহিদ হয়। ভাষার জন্য তার আত্মত্যাগ লেখক গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন। তপুর মধ্য দিয়ে লেখক মূলত ভাষা শহিদদের অবদানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায়ও ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কবিতার মূল বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯ সালে। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কবি বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন এ কবিতায়। কবিতাটিতে দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলনের দিকটি এসেছে গণআন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল ভাষা আন্দোলনের দিকটিই আলোচিত হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

Teachingbd24.com